

সূরা জাসিয়া-৪৫

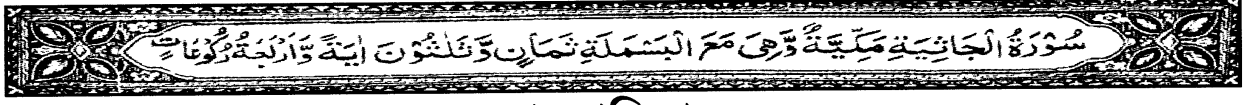
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

‘হা মীম’ গ্রন্থের অন্যান্য সূরার মত এই সূরাটিও মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু এর অবতীর্ণ হওয়ার সঠিক সময় (তারিখ বা বৎসর) নির্ধারণ করা খুবই কঠিন। অবশ্য নলডিকি এই সূরা ৪১তম সূরার পরে পরেই অবতীর্ণ হয়েছে বলে মনে করেন। সূরাটি এই কথা বলে আরম্ভ হয়েছে যে পৃথিবী মৃতবৎ শুষ্ক হয়ে গেলে যেমন বৃষ্টি এসে এতে জীবন সঞ্চার করে, তেমনি মানুষ যখন নৈতিক অধঃপতনের চরমে পৌঁছে তখন তাদের মধ্যে আল্লাহর তরফ থেকে নবীর আবির্ভাব হয়। মানুষ যেহেতু নৈতিকভাবে অধঃপতিত হয়েছে, সেহেতু আল্লাহুতাআলা তাদের মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার করার জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)কে পাঠিয়েছেন।

বিষয়বস্তু

পূর্ববর্তী পাঁচটি সূরার মতই এই সূরাটিও কুরআনের অবতরণের এবং আল্লাহুতাআলার একত্বের মৌল বিষয় নিয়ে আরম্ভ হয়েছে। যুক্তিস্বরূপ বলা হয়েছে, মানুষের সৃষ্টি, উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের সৃষ্টি, মৃত পৃথিবীতে প্রাণ সঞ্চারের জন্য মেঘমালা হতে বৃষ্টিপাত, বিশ্ব-জগতের বিশ্বয়কর সৃজন-শৈলী এবং পূর্ণতম পরিকল্পনা ও শৃঙ্খলা এবং এই সব কিছুর পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ, একজন নির্ভুল, সর্বময় ক্ষমতাধিকারীর অস্তিত্বের সাক্ষ্য দান করে। এই যুক্তি প্রদানের সাথে সাথে, অবিশ্বাসীদেরকে এই কথাটি বিবেচনা করবার জন্য বলা হয়েছে যে, সেই সর্বজ্ঞী সত্তা যিনি ক্ষণস্থায়ী মানব-জীবনের জন্য এত সুযোগ সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তার অবিদ্যমান পারলৌকিক (আধ্যাত্মিক) জীবনের জন্য তদনুরূপ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করেননি? নিশ্চয়ই তিনি মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন-লাভের জন্যও সকল উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি তাঁর প্রেরিত-পুরুষগণের কাছে অবতীর্ণ ঐশী-বাণী দ্বারা মানবজাতিকে জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের পথে পরিচালিত করে থাকেন। অতঃপর এই কথা বলা হয়েছে, মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবনের জন্য আল্লাহুতাআলা যে ঐশী-ব্যবস্থা কয়েম করেছেন তাতে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি তিনি সহ্য করেন না। যারা নিজেদের বাণীকে ঐশী-বাণী বলে দাবী করে বসে, এইরূপ মিথ্যা দাবীকারকদেরকে তিনি ধ্বংস করে দেন। আজ হোক আর কাল হোক ভাঙবে হতাশ হতেই হবে। অতঃপর নবী করীম (সাঃ) এর দাবীর স্বপক্ষে আরও একটি যুক্তি দেয়া হয়েছে যে প্রকৃতির শক্তিনিচয় তাঁর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের পথে কাজ করে যাচ্ছে। অতএব ইসলাম বিজয়ী হবেই। অতঃপর মুসা (আঃ) এর শরীয়ত সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছে, মুসায়ী শরীয়ত মানব-জাতিকে আধ্যাত্মিক জীবন-পথে পরিচালিত করতে আর সক্ষম নয় বলে কুরআনের বিধান অবতীর্ণ হয়েছে। তওরাতে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, বনী ইসরাঈলের ভ্রাতৃত্বজাতি হতে একজন নবীর উদ্ভব হবে (দ্বিতীয় বিবরণ-১৮ঃ১৮)। মহানবী (সাঃ) এর আগমনে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হলো। অবিশ্বাসীদেরকে বুঝাবার উদ্দেশ্যে এই সূরাতে আবার বলা হয়েছে, মানুষের বিরাট ও মহান গন্তব্য নির্ধারণ করে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব পরকালে এক পূর্ণতর ও সুন্দরতর অনন্ত জীবন তার জন্য অপেক্ষায় রয়েছে। এখানেই মানব সৃষ্টির সার্থকতা। অতঃপর কিয়ামতের দিনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে সূরাটি সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু ঐ দিন আসার পূর্বে ইহকালেই অবিশ্বাসীদেরকে এই কথার জওয়াবদিহি করতে হবে, কেন তারা আল্লাহুতাআলার নবীগণকে অমান্য ও অগ্রাহ্য করেছিল। তাদেরকে সাবধান ও সতর্ক করে দেয়া হলো, যদি তারা অনুতাপ না করে এবং নিজেদেরকে সংশোধিত না করে তাহলে ব্যর্থতা ও নৈরাশ্য তাদের জীবনকে একেবারে ঘিরে ফেলবে।



সূরা জাসিয়া-৪৫

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৩৮ আয়াত এবং ৪ রুকু

১। *আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী, বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। *হামীদুন মাজীদুন^{২৭০৫-ক} অর্থাৎ প্রশংসার অধিকারী, সম্মানের অধিকারী।

حَمْدٌ ②

৩। এ কিতাব *মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ
الْحَكِيمِ ③

৪। *নিশ্চয়ই আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে মু'মিনদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।

إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ
لِّلْمُؤْمِنِينَ ④

৫। আর তোমাদের সৃষ্টিতে এবং তিনি যেসব বিচরণশীল প্রাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন সেগুলোর মাঝে দৃঢ়বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।

وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّاءٍ آيَاتٌ
لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ⑤

৬। আর *রাত ও দিনের পালাক্রমে আগমনে এবং আল্লাহ আকাশ থেকে যে রিয়ক (অর্থাৎ বৃষ্টি) অবতীর্ণ করেন এবং যার মাধ্যমে পৃথিবীকে *এর মৃত্যুর পর জীবিত করেন তাতে এবং বায়ুর দিক পরিবর্তন করে (একে) প্রবাহিত^{২৭০৬} করার মাঝেও বুদ্ধিমান লোকদের জন্য বড় বড় নিদর্শন রয়েছে।

وَإِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِّزْقٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ
بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَضَرُّيفِ الرِّيحِ آيَاتٌ
لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ⑥

৭। এসবই আল্লাহর নিদর্শন, যেগুলো আমরা তোমার কাছে যথাযথভাবে বর্ণনা করছি। অতএব আল্লাহ ও তাঁর নিদর্শনাবলীর পর^{২৭০৭} তারা আর কোন্ কথার প্রতি ঈমান আনবে?

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَنْتَلُوهَا عَلَيْكَ بِإِحْقَاقٍ
فِي آيَاتٍ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ
يُؤْمِنُونَ ⑦

দেখুন : ১ঃ১ খ. ৪১ঃ২ গ. ৩২ঃ৩, ৩৬ঃ৬, ৪০ঃ৩, ৪১ঃ৩ ঘ. ২ঃ১৬৫, ৪২ঃ৩০ ঙ. ২ঃ১৬৫, ৩ঃ১৯১, ১০ঃ৭ চ. ১৬ঃ৬৬, ৩০ঃ৫১

২৭০৫-ক। ২৫ঃ৯২ টীকা দেখুন।

২৭০৬। অন্ধকারের পরে যেমন আলোর আগমন হয় ঠিক তেমনিভাবে যখন পৃথিবীর সর্বত্র আধ্যাত্মিক অন্ধকার বিস্তৃত হয়ে পড়ে তখন আল্লাহ তাআলা নবী বা সংস্কারক পাঠিয়ে তার মাধ্যমে নতুন সুস্পষ্ট আলোর উদয় ঘটিয়ে থাকেন। নবী বা সংস্কারকের মাধ্যমে আল্লাহর জ্যোতি পৃথিবীতে প্রকাশ পেয়ে থাকে। বাতাসের সাহায্যে পুষ্পস্থিত পুংকেশরের পুরুষ-রেণু যেমন গর্ভকেশরের গর্ভ-রেণুর সাথে মিলিত হয়ে ফলোৎপাদন ঘটায়, তেমনিভাবে নবী বা সংস্কারকের উচ্চ আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণাগুলো বিশ্বাসীদের মন-মানসিকতাকে উচ্চ পর্যায়ে উপনীত করে, যার ফলে পৃথিবীতে আধ্যাত্মিক বিপ্লব ও নৈতিক পরিবর্তন ঘটে থাকে।

২৭০৭। 'বাদ' শব্দের অর্থ পরে, তা সত্ত্বেও, বিপরীতে, উল্টোদিকে, তদতিরিক্ত (লেইন)।

৮। মিথ্যারোপকারী (ও) প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদীর জন্য দুর্ভোগ,

وَنِلَّ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ①

৯। যে তার কাছে আবৃত আল্লাহর আয়াতসমূহ শুনে এবং এরপর (সে তার অবিশ্বাসে) অহংকারভরে অনড় থাকে, যেন সে তা শুনেইনি। অতএব তাকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দিয়ে দাও।

يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُثْلُ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُتَكَبِّرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا ۚ فَيُشْرِزْهُ بِعَذَابٍ آلِيمٍ ①

১০। আর সে যখন আমাদের নিদর্শনাবলীর কোন কোনটির সম্পর্কে জানতে পায় *তা নিয়ে সে হাসিবিদ্রূপ করে। এদেরই জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাজনক আযাব

وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ①

১১। (এবং) *এদের সামনে রয়েছে জাহান্নাম। আর এরা যা-ই অর্জন করেছে তা এদের কোন কাজে আসবে না এবং আল্লাহকে ছেড়ে এরা যাদের বন্ধু বানিয়েছে তারাও (এদের কোন কাজে আসবে) না। আর এদের জন্য রয়েছে মহা আযাব।

وَنَزَّآئِهِمْ جَهَنَّمُ ۚ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ①

১২। এ এক মহান হেদায়াত। আর *যারা নিজেদের প্রভু-প্রতিপালকের আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে এক ভয়ঙ্কর আযাব (নির্ধারিত) রয়েছে।

هَٰذَا هُدًى ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزِ الْآلِيمِ ①

১৩। আল্লাহ্‌ই *সমুদ্রকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন যেন তাঁর আদেশে এতে নৌযানগুলো চলাচল করতে পারে এবং যাতে করে এর মাধ্যমে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অব্বেষণ করতে পার আর তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পার।

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ ۖ وَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ①

১৪। *আর যা-ই আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে আছে এর সব কিছু তিনি তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। নিশ্চয়ই চিন্তাশীল লোকদের জন্য এতে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী রয়েছে^{২৭০৮}।

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۖ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ①

★ ১৫। যারা ঈমান এনেছে তুমি তাদের বল, তারা যেন ঐ সব লোকদের ক্ষমা করে যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুত দিনগুলো (যে আসবেই সে ব্যাপারে) প্রত্যাশা রাখে না^{২৭০৯}। এর ফলে তিনি (নিজেই) এরূপ লোকদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দিবেন।'

قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ①

দেখুন : ক. ৩১ঃ৭ খ. ১৪ঃ১৭-১৮ গ. ২ঃ৪০, ২২ঃ৫৮ ঘ. ১৬ঃ১৫, ১৭ঃ৬৭, ৩৫ঃ১৩ ঙ. ২২ঃ৬৬

২৭০৮। এই বিশ্ব-জগতের সব কিছুই সৃষ্টি করা হয়েছে মানবের সেবার জন্য। এখেক বুঝা যায় যে কত বড় ও সুমহান উদ্দেশ্য পূরণের জন্য মানুষের সৃষ্টি হয়েছে।

২৭০৯। দেখুন ১৪ঃ৫৪ টীকা।

১৬। *যে সৎকাজ করে সে তা নিজের জন্যই করে এবং যে মন্দকাজ করে তা সে নিজের বিরুদ্ধেই (করে)। এরপর তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের দিকেই তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ
فَعَلَيْهَا ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١٦﴾

১৭। আর নিশ্চয় আমরা *বনী ইসরাঈলকে কিতাব, প্রজ্ঞা ও নবুওয়ত^{২৭১০} দান করেছিলাম, *পবিত্র বস্তু থেকে তাদের রিয়ক দান করেছিলাম এবং (তৎকালীন) বিশ্বজগতের ওপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।*

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ
وَ الْحُكْمَ وَ التَّوْرَةَ وَ زَكَّيْنَاهُمْ وَنَ
الطَّيِّبِينَ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾

১৮। আর আমরা শরীয়ত সম্পর্কে তাদের সুস্পষ্ট শিক্ষা দিয়েছিলাম^{২৭১১}। *কিন্তু তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরেই তারা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষবশত (এতে) মতভেদ করলো। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক কিয়ামত দিবসে এদের মাঝে সেই বিষয়ে মীমাংসা করে দিবেন, যে বিষয়ে এরা মতভেদ করতো।

وَ آتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ ۚ فَمَا
اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ
الْعِلْمُ ۚ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي
بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ فِيمَا كَانُوا فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ ﴿١٨﴾

১৯। এরপর আমরা তোমাকে শরীয়তের সুস্পষ্ট পথে প্রতিষ্ঠিত করলাম। অতএব তুমি এর অনুসরণ কর। *আর যারা জানে না তুমি তাদের মন্দ কামনাবাসনার অনুসরণ করো না^{২৭১২}।**

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ
فَاتَّبِعْهَا وَ لَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

২০। নিশ্চয় তারা আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমার কোন কাজে আসবে না। আর যালেমরা অবশ্যই একে অন্যের বন্ধু। কিন্তু মুত্তাকীদের বন্ধু হলেন আল্লাহ।

إِنَّهُمْ لَن يَغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ
إِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ
وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٠﴾

২১। *এ (কিতাব) মানুষের জন্য দৃষ্টি উন্মোচনকারী এবং বিশ্বাসীদের জন্য সঠিক পথনির্দেশনা ও কৃপা।

هَٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَ هُدًى وَ رَحْمَةٌ
لِّقَوْمٍ يُؤْقِنُونَ ﴿٢١﴾

দেখুন : ক. ২৯ঃ৭ খ. ৬ঃ৯০ গ. ১০ঃ৯৪ ঘ. ৪২ঃ১৫, ৯৮ঃ৫ ঙ. ৫ঃ৪৯, ৬ঃ১৫১ চ. ৭ঃ১০৪

২৭১০। 'নবুওয়ত' ও 'কিতাবকে' পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করার মাঝে এই সত্যটি নিহিত আছে যে মুসা (আঃ) এর নবুওয়তের সহচররূপে শরীয়তওয়ালা কিতাব রয়েছে। এই শরীয়তবাহী কিতাব সম্মানজনকভাবে উল্লেখযোগ্য। কেননা মুসা (আঃ) এর পরে যারা ইসরাঈল জাতির নবী হয়ে এসেছিলেন তারা কিন্তু কেউই নূতন কোন শরীয়ত নিয়ে আসেননি, বরং ধর্মীয় বিধি-বিধান ও আইন-কানুন বলতে তারা তওরাতকেই অনুসরণ করতেন, যা মুসা (আঃ) এর কিতাব ছিল(৫ঃ৪৫)।

★['বনী ইসরাঈলকে বিশ্বজগতের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম' এর অর্থ হলো, সেই যুগের পরিচিত বিশ্বজগতের ওপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ছিল। বিশ্ব এত ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত ছিল যে এর কোন জ্ঞান বনী ইসরাঈলের ছিল না। তবুও বিশ্বের যে অংশ সম্পর্কে তারা জানতো সেই অংশের ওপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছিল। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাব্বের (রাহে:) কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৭১১। 'সম্পর্কে' বলতে 'মহানবী(সাঃ) এর আগমনের বিষয়' বুঝাচ্ছে। এই আয়াতে এই কথাই বলা হচ্ছে যে তাঁর (সাঃ) আগমনী-বার্তার বহু পরিষ্কার ভবিষ্যদ্বাণী মুসা(আঃ) এর কিতাবে রয়েছে। যুক্তি, ঐশী চিহ্নাবলী ও কিতাবের ভবিষ্যদ্বাসমূহ নবী করীম (সাঃ) এর সত্যতাকে সুস্পষ্ট করে দেয়া সত্ত্বেও ইসরাঈল জাতি ছাড়া অন্য কোন জাতিতে নবীর আগমন হোক এরূপ ভাবতেও তাদের মনোবেদনা উপস্থিত হয়।

২৭১২। এই আয়াতে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, 'সম্পর্কে' বলতে মহানবী(সাঃ) এর আগমন ও কুরআনের শরীয়ত-প্রতিষ্ঠার বিষয়ের কথাই পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে।

★*তাদের (অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের) পরে মহানবী (সাঃ)কে শরীয়ত দান করা হলো। তিনি (সাঃ) বিশ্বজনীন নবী ছিলেন বলেই তাঁর (সাঃ) শরীয়তও বিশ্বজনীন। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাব্বের (রাহে:) কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২২। *যারা পাপ করে বেড়ায় তারা কি মনে করে আমরা তাদেরকে সেসব লোকের মর্যাদা দিব যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে, (যেন) তাদের জীবন ও তাদের মরণ একই ধরনের হয়ে যায়? তারা যে সিদ্ধান্ত নেয় তা কত মন্দ!

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا الشَّيْءَ أَنْ
نُجْعِلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ
سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٢٢﴾

২৩। আর আল্লাহ্ যথাযথভাবে আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এর ফলে *প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্ম অনুযায়ী প্রতিদান দেয়া হয়। আর তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না।

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ
وَلِيُجْزِيَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ
لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٣﴾

★ ২৪। *যে ব্যক্তি নিজ কামনাবাসনাকেই তার প্রভু বানিয়েছে এবং আল্লাহ্ যাকে জ্ঞানের ভিত্তিতে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেছেন এবং *যার কানে ও হৃদয়ে তিনি মোহর মেরে দিয়েছেন এবং যার চোখে তিনি পর্দা ফেলে দিয়েছেন, তুমি কি তাকে দেখেছ? অতএব আল্লাহ্ (যাকে অপরাধী সাব্যস্ত করেন) কে তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে? তোমরা কি তবুও উপদেশ গ্রহণ করবে না?

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ
أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِهِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ
وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ
يَهْدِيهِ يَهْدِ اللَّهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

২৫। আর তারা বলে, *‘আমাদের এ পার্থিব জীবন ছাড়া আর কোন (জীবন) নেই। (এ জীবন অতিবাহিত করেই) আমরা মরি এবং (এ জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে) আমরা বেঁচে থাকি। আর সময়ই^{২৭১৩} আমাদের ধ্বংস করে।’ অথচ এ সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞানই নেই। তারা কেবল আনুমানিক কথা বলে।

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا
نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْرِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ
وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ
إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٢٥﴾

২৬। আর তাদের সামনে যখন আমাদের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পড়া হয় তখন তাদের যুক্তিপ্রমাণ^{২৭১৪} এ কথাই হয়ে থাকে, ‘তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে আমাদের পূর্বপুরুষদের ফিরিয়ে আন তো!’

وَلَاذَاتُ ثُلِي عَلَيْهِمْ أَيْتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَتْ
حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتَّبِعُوا بَاءِئُنَّا
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٦﴾

দেখুন : ক. ৩২ঃ১৯; ৩৮ঃ২৯ খ. ১৪ঃ৫২, ৪০ঃ১৮ গ. ২৫ঃ৪৪ ঘ. ২৪ঃ, ৬ঃ৪৭, ১৬ঃ১০৯, ৬ঃ ৬ঃ৩০, ২৩ঃ৩৮

২৭১৩। ‘দাহর’ অর্থঃ (ক) মহাকাল, বিশ্ব-জগতের প্রারম্ভ থেকে এর শেষ পর্যন্ত সময় বা এই সময়ের অংশ বিশেষ, (খ) অদৃষ্ট, (গ) যুগ, (ঘ) দুর্যোগপূর্ণ সময়, মহাবিপদ কাল, (ঙ) রীতি-নীতি ইত্যাদি (লেইন)। এই আয়াত বলছে, অবিশ্বাসীদেরকে যখন বলা হয় যে মৃত্যুর পরের জীবনে তাদেরকে সৃষ্টি-কর্তার কাছে তাদের ইহলৌকিক কার্যকলাপের জন্য জবাবদিহি করতে হবে তখন তারা বিশ্বাসই করতে চায় না, ‘পরকাল’ বলে একটা কিছু আছে। এর বিপরীতে তারা মনে করে, যারা মরে, অন্যেরা এসে তাদের স্থান পূরণ করে এবং এই ধারা চলতে চলতে এমন এক সময় আসবে যখন সকল প্রকারের বস্তুই গলে বিনষ্ট ও নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাদের মতে এটাই জীবনের সারকথা, ইহজগতই সব কিছু, এর পরে আর কোন জীবন নেই।

২৭১৪। ‘হজ্জত’ মানে যুক্তি, ওজর, আপত্তি (লেইন)।

২৭। তুমি বল, ‘আল্লাহুই তোমাদের জীবিত করেন, এরপর
তিনিই তোমাদের মৃত্যু দেন, এরপরে তিনি কিয়ামত
[৫] দিবসের দিকে তোমাদের সমবেত করে নিয়ে যাবেন। এতে
১৯ কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ লোক (তা) জানে না।’

★ ২৮। আর আকাশসমূহের ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহরই।
আর যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন সত্য
প্রত্যাখ্যানকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

২৯। আর তুমি প্রত্যেক জাতিকে নতজানু অবস্থায় দেখতে
পাবে। *প্রত্যেক জাতিকে তার নিজের কিতাবের ২৭১৪-ক দিকে
ডাকা হবে (এবং বলা হবে,) আজ তোমাদের কৃতকর্মের
প্রতিফল তোমাদের দেয়া হবে।

৩০। *এ হলো আমাদের কিতাব^{২৭১৫}, যা তোমাদের বিরুদ্ধে
সত্য কথা বলবে। তোমরা যা কিছু করতে আমরা নিশ্চয় তা
লিপিবদ্ধ করে রাখতাম।’

৩১। অতএব *যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে
তাদের প্রভু-প্রতিপালক তাদেরকে নিজ কৃপাভুক্ত করবেন।
এটাই সুস্পষ্ট সফলতা।

৩২। আর যারা অস্বীকার করেছে (তাদের বলা হবে), *‘তবে
কি তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পড়া হতো না?
এরপরও তোমরা অহংকার করেছিলে এবং তোমরা এক
অপরাধী জাতিতে পরিগণিত হলে।’

৩৩। আর যখন বলা হয়, ‘নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য
এবং প্রতিশ্রুত মুহূর্ত সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই’ তখন তোমরা
বলে থাক, ‘প্রতিশ্রুত মুহূর্ত কী তা আমরা জানি না। আমরা
(এটাকে) অনুমান ছাড়া আর কিছু মনে করি না এবং আমরা
(এতে) কখনো বিশ্বাসী নই।’

ثَلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ
يَحْجُمُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ يَوْمَ
تَقُومُ السَّاعَةُ يُورِثُهَا يَوْمَئِذٍ
الْمُتَبِعُونَ ﴿٢٨﴾

وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جاثيةً تَكُلُ أُمَّةٌ
إِلَى كَتِفِهَا أَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾

هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا
كُنَّا تَشْتَنِسُهُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٠﴾

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فَيُزِيلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ
الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿٣١﴾

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا تَعَذَّبْنَا كُفْرَهُمْ
ثُمَّ نَقَلْنَا عَنْهُمْ فَاسْتَكْبَرُوا وَكُنْتُمْ
مُخْرَجِينَ ﴿٣٢﴾

وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ
لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا
السَّاعَةُ إِن تَنْظُرُونَ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ
بِمُشْتِئِقِينَ ﴿٣٣﴾

দেখুনঃ ক. ২৪২৯, ২২৪৬৭ খ. ১৭৪১৪ গ. ১৭৪১৫, ৮৩৪২১ ঘ. ৮৩৪২৩ ঙ. ২৩৪১০৬, ৬৭৪৯-১০ চ. ১৮৪২২, ২০৪১৬, ২২৪৮।

২৭১৪-ক। ‘প্রত্যেক জাতিকে তার নিজের কিতাবের দিকে ডাকা হবে’ এই বাক্য দ্বারা পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত ‘সময়’ ‘কর্মকাল’ দ্বারা
জাতির ইহকালের ভাগ্য নির্ধারণের সময়কে বুঝাচ্ছে বলে মনে হয়। কেননা প্রত্যেক জাতিকে তার ইহকালের কাজের জন্য ইহকালেও
বিচার করা হয় এবং পুরস্কৃত বা তিরস্কৃত করা হয়।

২৭১৫। পূর্ববর্তী আয়াতে যেখানে বলা হয়েছে ‘তার কিতাব’ সেখানে এই আয়াতে এসে তাকে বলা হয়েছে ‘আমাদের কিতাব’।
জাতিসমূহের বা ব্যক্তির কার্যাবলীর রেকর্ড আল্লাহ তাআলাই সংরক্ষণ করেন এবং সেই অনুযায়ী তাদেরকে বিচার করেন এবং প্রতিদান
বা প্রতিফল দান করেন।

৩৪। ৳আর তাদের কাছে তাদের কৃতকর্মের কুফল প্রকাশিত হয়ে যাবে এবং যে বিষয়ে তারা হাসিবিদ্রুপ করতো (তা) তাদের ঘিরে ফেলবে।

وَبَدَّ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٤﴾

৩৫। আর (তাদের) বলা হবে, ৳আজ আমরা তোমাদের এভাবেই ভুলে যাব যেভাবে তোমরা তোমাদের এ দিনের সাক্ষাতের (বিষয়টি)^{২৭১৬} ভুলে গিয়েছিলে। আর তোমাদের ঠাই হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী হবে না।

وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنفِسُكُمْ كَمَا نَفَسْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ نَّصِيرِينَ ﴿٣٥﴾

★ ৩৬। এর কারণ হলো, ৳তোমরা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলী নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রুপ করতে এবং পার্থিব জীবন তোমাদের প্রতারিত করেছিল। অতএব সেদিন সেই (আযাব) থেকে তাদের বের করা হবে না এবং (আল্লাহ্র দরবারের) চৌকাঠ পর্যন্ত যাওয়ার অধিকারও তাদের দেয়া হবে না।

ذِكْرُكُمْ بِأَنِّكُمْ اتَّخَذْتُمُ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۖ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭। অতএব সব প্রশংসা আল্লাহ্রই, যিনি আকাশসমূহের প্রভু-প্রতিপালক এবং পৃথিবীরও প্রভু-প্রতিপালক। (অর্থাৎ তিনিই) গোটা বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক।

قُلِ لِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٧﴾

৮ [১১] ২০ ৩৮। ৳আর আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে সব মহিমা তাঁরই। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

وَلَهُ الْكِبَرِيَّاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣٨﴾